তিন গোয়েন্দা

শামসুদ্দীন নওয়াব

নেকড়ের গর্জন

কিশোর থ্রিলার

সেবা প্রকাশনী

নেকড়ের গর্জন

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

এক

'কিচ্ছু হয়নি,' ডনকে বলল কিশোর।

ও মেরি চাচির বোনের ছেলে। খালার বাসায় বেড়াতে এসেছে।

ডন এইমাত্র ওর তুষারমানবে গাজরের নাক আর আখরোটের চোখ বসিয়েছে।

'তুষারমানব দেখতে এমনই হয়,' বলল ও।

হেসে উঠল কিশোর।

'তোমার তুষারমানবের কোনও ব্যক্তিত্ব নেই। তোমার উচিত আমারটার মত বানানো।'

ডন কিশোরের দুই মাথাওয়ালা তুষারমানবটার দিকে চাইল। একটার মাথার মাঝখানে প্রকাণ্ড এক চোখ। আরেকটা মাথাকে দেখে মনে হচ্ছে তার স্বরে চেঁচাচ্ছে।

'তোমারটা হয়েছে পাশের বাসার ওদের মত,' ডন বলল।

কিশোর আর ডন ওদের পাশের বাড়িটার দিকে চাইল। এই অল্প কিছুদিন হলো ওটায় জিপার্স পরিবার ভাড়া নিয়ে এসেছে। অযত্নের ফলে এরমধ্যেই ঠাণ্ডা বাতাসে আলগা হয়ে শাটার দুলছে, বেশিরভাগ জানালায় আঁকাবাঁকা চিড় ধরেছে। মরা এক গাছের নীচে, সামনের উঠনে কাত হয়ে ঝুলছে এক সাইনবোর্ড। ওতে লেখা: জিপার্স ম্যানর ইন। জিপার্স ম্যানরটাকে যেমন ভূতের বাড়ির মত দেখায়, এর বাসিন্দাদেরকেও দেখে মনে হয় হরর ছবির একেকটা চরিত্র।

মি. জিপার্স সবুজ চোখ আর চোখা চোখা দাঁতের মালিক। দেখে মনে হয় ড্রাকুলার আত্মীয় বুঝি। মিসেস জিপার্স সব সময় দাগওয়ালা

এক সাদা ল্যাব কোট পরে থাকেন। মোট কথা, প্রতিবেশীদেরকে বেশ ভয় পায় তিন গোয়েন্দা।

ডন ওর কোট ধরে টানল।

'বাসাটায় মনে হয় একজন গেস্ট এসেছে।'

'জিপার্সরা আসার পর এখানে আর কেউ আসেনি,' কথাটাকে উড়িয়ে দিল কিশোর।

'কালরাতে গর্জনটা শোননি? ওটা কিন্তু জিপার্সদের ব্যাকইয়ার্ড থেকে এসেছে।'

কিশোর জবাব দিল না, কেননা দড়াম করে ম্যানর ইনের দরজা খুলে গেছে এবং বারান্দায় বেরিয়ে এল জো জিপার্স।

কিশোরদের ক্লাসে ভর্তি হয়েছে জো, কিন্তু ও আর সব ফোর্থ গ্রেডারের মত নয়। খুব লম্বা, এতটাই যে ওর জিন্স গোড়ালি ছোঁয় না। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দানবের মত ছাঁট ওর মাথার চুলের।

জো ম্যানর ইনের সদর দরজা বন্ধ করার আগ মুহূর্তে, ওর বিড়াল স্পুকি দু'পায়ের ফাঁক গলে ছুটে বেরিয়ে এল। উন্মাদের মত এদিক-সেদিক দৌড়চ্ছে। দেখে মনে হলো দুধের বদলে কফি পান করেছে। বারান্দার রেলিঙে লাফিয়ে উঠল। কিশোর আর ডনকে দেখা মাত্র পিঠ বাঁকিয়ে হিসিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে বাড়ি ঘুরে ছুটে গেল।

কিশোর আর ডনের উদ্দেশে হাত নাড়ল জো। তারপর তুষার মাড়িয়ে কিশোরের তুষারমানবের সামনে এসে দাঁড়াল।

'কী এটা?' প্রশ্ন করল।

কিশোর ওর তুষারমানবটার পেটে হাত বুলাল।

'এটা আমার নতুন সৃষ্টি,' বলল ও। 'ডনের ধারণা এটা একটা দানো।'

জো তুষারমানবটাকে খুঁটিয়ে দেখে শেষমেশ মাথা ঝাঁকাল।

'না, এরকম চেহারার কাউকে আমি চিনি না। তবে এটা চমৎকার

চেহারার এক তুষারমানব।'

'আমিও তো তাই বলছি, কিন্তু ডন তো একটা পাগল।' বলে হেসে উঠল কিশোর।

'মোটেই না,' প্রতিবাদ জানাল ডন।

'অবশ্যই,' বলে চোখ ঘুরিয়ে জোর দিকে চাইল কিশোর। 'ওর এমনকী ধারণা, কাল রাতে তোমাদের বাড়ির ব্যাকইয়ার্ড থেকে অদ্ভুত সব শব্দ শুনেছে।'

জো মাথা নাড়ল।

'কই, আমি তো কিছুই শুনিনি।'

'শুধু ডন শুনেছে। ওর মাথায় গোলমাল আছে কিনা।' বলল কিশোর।

'কথাটা ফিরিয়ে নাও। নইলে,' বলল ডন।

'নইলে কী?'

ডন জবাব দিল না। কেননা ঠিক এসময় কিশোরের মাথার পিছনে এসে লাগল তুষারের এক গোলা।

'সাবাস!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'যুদ্ধ শুরু হলো! তুষার গোলার যুদ্ধ!' পাল্টা চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

কিশোর মুসার উদ্দেশে বল ছোঁড়ার আগেই ডন ওর বাহু চেপে ধরল।

'শশশ! কীসের যেন শব্দ শুনলাম।'

এক টানে বাহু ছাড়িয়ে নিল কিশোর।

'ওসব পুরানো বুদ্ধিতে কাজ হবে না। তুমি আসলে মুসাকে পালানোর সুযোগ দিতে চাইছ।'

'না, সত্যিই আমি অদ্ভুত একটা শব্দ শুনেছি।'

'আমিও শুনেছি,' জানাল মুসা। 'জিপার্সদের ব্যাকইয়ার্ড থেকে আসছে।'

ওরা তিনজন জোর দিকে তাকাল। মাথা নাড়ল জো।

'কই, আমি তো সেরকম কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।'

কিশোর ঠায় দাঁড়িয়ে কান পাতল।

'তোমরা মনে হয় ঠিকই বলেছ।'

'স্পুকির মনে হয় কোন বিপদ হয়েছে,' আশঙ্কা করল ডন।

'জানার একটাই উপায়,' কিশোর বলল। কারও জন্য অপেক্ষা না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ও জিপার্স ম্যানর ইনের উদ্দেশে। ও যা খুঁজে পেল সেটা লোমশ, তবে মোটেই বিড়াল নয়।

দুই

ইতোমধ্যে রবিনও চলে এসেছে।

জো, ডন, মুসা আর রবিন বাড়িটার কোনা ঘুরল। বিশাল এক লোমশ জানোয়ারকে বারান্দার কাছে জমে থাকা তুষারে থাবা মারতে দেখল ওরা। ছেঁড়া জিন্স আর প্লেইড শার্ট পরা না থাকলে ওটাকে মানুষ বলে চেনা কঠিন হত। মনে হত কোন নেকড়ে বুঝি হাড়-টাড় লুকাচ্ছে।

মৃদু হাসল জো।

'ও আমার খালাতো ভাই। ওর ডাক নাম উলফি। কালকে এসেছে ট্র্যানসিলভেনিয়া থেকে। ও জিপার্স ম্যানর ইনের প্রথম মেহমান।' ভাইয়ের পিঠ চাপড়ে দিল ও।

উলফি ওদের দিকে সরাসরি চাইলে সভয়ে ঢোক গিলল মুসা, রবিন আঁতকে উঠল, আর ডন এক পা পিছু হটল।

জো দেখতে অন্যরকম হলেও ওর সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে ছেলেরা। কিন্তু উলফিকে তো ওরা এই প্রথম দেখল। উলফি জো-র

চাইতে এক মাথা উঁচু, আর বেশ কয়েক বছরের বড়। এরকম লোমশ মানুষ সামার ক্যাম্পের মি. উলফারের পর এই প্রথম দেখল ওরা। ছেলেটির ঘন বাদামী চুল নেমে এসেছে কপাল অবধি, কিন্তু এতেই শেষ নয়। আঙুলের গাঁটেও লোম গজিয়েছে ওর। শার্টের হাতার নীচ দিয়ে চুল উঁকি মারছে দেখতে পেল ডন। জিন্সের নীচে এবং পায়ের খালি পাতা দুটোও ঘন লোমে ছাওয়া।

উলফি হাসল, ফলে বেরিয়ে পড়ল হলদেটে শ্বদন্ত।

'জোর বন্ধুদের দেখে খুশি হলাম,' বলল ও। ওর কণ্ঠস্বর রুক্ষ। গর্জনের মত শোনাল।

'আমরা একটা শব্দ শুনে ভেবেছিলাম স্পুকির কোন বিপদ-আপদ হলো কিনা,' বলল ডন।

মুসার মনে হলো খেঁকিয়ে উঠল উলফি। এবার হাসল ও। যদিও সেটাকে হাসি বলা যায় কিনা সন্দেহ। বরঞ্চ গর্জন বলা যেতে পারে।

'আমি জোর বিড়ালটাকে দেখিনি। দেখলে জানতে পারতে।' ঠোঁট চাটল উলফি। 'এখানে তো করার কিছু নেই, বিড়ালটার জন্যে শিকার ধরে দিতে খারাপ লাগবে না আমার।'

হাসল কিশোর।

'তুষারগোলার একটা যুদ্ধ হয়ে গেলে কেমন হয়?' প্রশ্ন করল।

মুসা, রবিন আর ডন এক দিকে। কিশোর, জো আর উলফি আরেক দিকে। শুরু হলো লড়াই।

'এই নাও,' বলে কিশোরের মুখে এক মুঠো তুষার ছুঁড়ে মারল মুসা।

তুষার কুড়িয়ে নিতে ছুটল কিশোর।

'যুদ্ধ!' চেঁচাল জো আর উলফির উদ্দেশে।

জো আর কিশোর কয়েক ডজন গোলা ছুঁড়ল প্রতিপক্ষের উদ্দেশে, কিন্তু উলফি স্রেফ যেন এক যন্ত্র। তুষারে লাফিয়ে পড়ে অনবরত গোলা ছুঁড়ে চলেছে। যতবারই লাগাতে পারছে, মাথাটাকে পিছনে

হেলিয়ে মহা আনন্দে গর্জন ছাড়ছে। এভাবে অনেকবারই গর্জাল ও। আত্মা শুকিয়ে গেল ডনের।

ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোলা বানানো সম্ভব হচ্ছে না রবিন, মুসাদের পক্ষে। হার ওদের নিশ্চিত। মুসা সন্ধি করতে যাবে, এসময় এক তুষারগোলা ওর উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে জো-র চ্যাপ্টা মাথায় পড়ল। আরেকটা গিয়ে লাগল কিশোরের বাহুতে। প্রতিপক্ষের উদ্দেশে মিসাইলের মত উড়ে গেল আরও তিনটে গোলা।

'সাবধান!' চেঁচাল কিশোর। 'বিদেশী শত্রুর আক্রমণ!'

তিন

জো-র বাবা-মা মিস্টার ও মিসেস জিপার্স উদয় হয়েছেন মুসাদের পাশে।

'সাহায্য লাগবে?' মি. জিপার্স জিজ্ঞেস করলেন।

মুসা মাথা নেড়ে সায় জানাতেই জো-কে লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়লেন মিসেস জিপার্স। মি. জিপার্স মৃদু হাসতেই ঝিকিয়ে উঠল চোখা-চোখা দাঁত। উলফির উদ্দেশে গোলা ছুঁড়ে মারলেন তিনি। ডন মি. জিপার্সের দাঁত দেখে শিউরে উঠল। কিন্তু যুদ্ধে জিততে শুরু করতেই ও কথা বেমালুম ভুলে গেল।

'ওঁরা আমাদেরকে খতম করে দিচ্ছেন!' কিশোর চেঁচাল জো-র উদ্দেশে। প্রবল আক্রমণের মুখে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে কিশোরের দল। 'কারও বাবা-মাকে এভাবে তুষারযুদ্ধ করতে দেখিনি।'

মুচকি হাসল জো।

'দারুণ দেখাচ্ছে ওরা, কী বলো?'

কিশোর হাসতে পারল না।

এভাবে দু'দলে গোলা ছোঁড়াছুঁড়ি চলছে, হঠাৎই উলফির ছোঁড়া এক গোলা এসে লাগল মিসেস জিপার্সের মুখে।

'আর না, বাবা!' চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

কিশোর, জো আর উলফি দৌড়ে গেল তাঁর কাছে।

'জুলি আন্টি, তোমার লাগেনি তো?' উলফি জিজ্ঞেস করল।

জুলি জিপার্স মাথা নেড়ে ফ্যাকাসে মুখ থেকে তুষার ঝাড়লেন।

'কিছু হয়নি,' ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশে বললেন তিনি। 'আমার মনে হয় তোদের খিদে পেয়েছে। বাছুরের কলজে খাবি? এমনভাবে রেঁধেছি না, বেশ একটা কাঁচা মাংসের স্বাদ পাবি।'

'খাব না মানে?' চেঁচিয়ে উঠে ঠোঁট চাটল উলফি।

গুড়-গুড় করে উঠল ডনের পেটের ভিতরে। এমনকী মুসাও মাথা নাড়ল।

'না, আন্টি। আমি বরং বাসায় গিয়ে সায়েন্স প্রজেক্টটা নিয়ে বসি,' বলল ও।

'আমিও,' ঝটপট যোগ করল রবিন।

'আমি মুসাকে সাহায্য করব কথা দিয়েছি,' যোগ করল কিশোর। একটু পরে মিস্টার ও মিসেস জিপার্স ম্যানর ইনের ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

'হোমওয়ার্ক কখন ধরবে?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ধরব একসময়। আসলে কাঁচা মাংস খেতে ইচ্ছে করল না বলে গেলাম না।'

'আমি খেয়েই সায়েন্স প্রজেক্ট নিয়ে বসব,' জানাল জো। 'উলফি বলেছে আমাকে হেল্প করবে।'

খানিক পরে, জো আর উলফি ইনের ভিতরে চলে গেল।

মুসা কিশোরের বাহুতে তর্জনী দিয়ে গুঁতো দিল।

'খাইছে, সায়েন্স প্রজেক্টের কাজটা ফেলে রাখা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। সোমবার জমা দেয়ার কথা।'

কাজেই কিশোরের বাসার উদ্দেশে রওনা হলো ওরা।

'উলফিকে দেখে বাবার জুতোর ব্রাশটার কথা মনে হচ্ছিল। মানুষের এত লোমও হয়!' বলল রবিন।

'ওদের বংশের মধ্যেই হয়তো এ জিনিস আছে,' বলল কিশোর। 'বেচারীর কী দোষ!'

'হয়তো,' বলল মুসা। 'ও যদি লোমশ দানোদের বংশধর হয় এবং তারা যদি কাঁচা মাংস খায় আর নেকড়ের মত ডাক ছাড়ে তবে কার কী বলার আছে।'

'মুসা ভাই ঠিকই–' বলতে শুরু করেছিল ডন।

কিন্তু ওর কথা থেমে গেল রক্তহিম করা গর্জনের শব্দে।

চার

মুসার কাছ ঘেঁষে এল ডন।

'খাইছে, নেকড়ের গর্জন!' মুসা বলল ফিসফিস করে।

ওর কথা শুনে হেসে উঠল কিশোর।

'রকি বীচে কোন নেকড়ে নেই,' বলল ও।

মাথা নাড়ল মুসা।

'আমি সাধারণ কোন নেকড়ের কথা বলছি না। মায়ানেকড়ের কথা বলছি। আর তার নাম উলফি।'

'তুমি খামোকা ভয় পাচ্ছ,' মুসা। মায়ানেকড়ে বলে কিছু নেই। ওসব শুধু সিনেমায় আর গল্পে থাকে,' বলল রবিন।

কিশোর তুষারের এক গোলা ছুঁড়ে দিল মুসার দিকে। গোপ্তা খেয়ে সরে গেল মুসা। ঝটপট মুঠো ভর্তি তুষার নিয়ে পাল্টা ছুঁড়ল কিশোরকে লক্ষ্য করে। সোজা মাথায় গিয়ে লাগল ওর।

'দাঁড়াও, তোমাদেরকে আবারও লড়াইয়ের জন্যে চ্যালেঞ্জ করব আমরা,' বলল কিশোর।

'আমরা মানে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আমি, জো আর উলফি।' গটগট করে ম্যানর ইনের সদর দরজার কাছে চলে গেল কিশোর।

'খাইছে, ভিতরে ঢুকো না,' সতর্ক করল মুসা। 'কাঁচা মাংস খেয়ে উলফির খিদেটা হয়তো চেগিয়ে উঠেছে। কড়মড় করে তোমার হাড় চিবিয়ে খাবে।'

ওর কথা কানে তুলল না কিশোর। দরজায় নক করল।

মি. জিপার্স সাড়া দিয়ে ওকে ভিতরে ঢুকতে দিলেন। ডনের চোখে ওঁর লম্বা আলখিল্লাটাকে দেখাল ঠিক ড্রাকুলার পোশাকের মত।

'উলফি যদি সত্যি সত্যি মায়ানেকড়ে হয় তবে কিশোর ভাইয়ের বিপদ হতে পারে,' শিউরে উঠে বলল ও। 'মুসা ভাই, রবিন ভাই, চলো আমরাও যাই।'

'তোমাদেরকে আবারও দেখতে পেয়ে খুশি হলাম,' ট্র্যানসিলভেনিয়ান উচ্চারণে বললেন মি. জিপার্স। দরজটা পুরোপুরি খুলে গেল ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে। 'এসো, ভেতরে এসো।'

মি. জিপার্সের গলার গাঢ় লাল বোতামটাকে বড় এক ফোঁটা রক্তের মত লাগছে। গায়ের চামড়া তুষারের মত ফ্যাকাসে। কালো আলখিল্লার কারণে ঢাকা পড়েছে দু'পায়ের পাতা। ওদেরকে পিছনে নিয়ে ম্যানর ইনের গভীর অন্ধকারে ঢুকে গেলেন তিনি। ডনের মনে হলো ভদ্রলোক হাঁটছেন না, ভেসে চলেছেন।

লিভিংরুমের দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়ালেন মি. জিপার্স। দেয়ালগুলো রক্ত লাল। এক কোণে প্রাচীন এক অর্গ্যান। চারদিকে পুরু ধুলোর আস্তরণ।

'তোমরা বসো। আমি তোমাদের জন্যে বিশেষ এক স্ন্যাকের

ব্যবস্থা করছি।' মি. জিপার্স ভেলভেটের কাউচটার দিকে আঙুল নির্দেশ করলেন। ওটার পায়াগুলোকে নখরসমৃদ্ধ থাবার মত দেখাচ্ছে।

মাথা নাড়ল মুসা।

'আমরা কিশোরকে নিয়েই চলে যাব।'

মাথা ঝাঁকালেন মি. জিপার্স।

'ও গেছে জো আর উলফিকে খুঁজতে।'

'আমরা কি ওকে খুঁজে দেখতে পারি?' জিজ্ঞেস করল নথি।

'নিশ্চয়ই,' বললেন মি. জিপার্স। 'কিন্তু... সাবধান।'

'কেন, সাবধান বলছেন কেন?' প্রশ্ন করল ডন। কিন্তু ভদ্রলোক ততক্ষণে অন্ধকার হলওয়ে ধরে উধাও হয়ে গেছেন।

'খাইছে, এ বাড়িতে ঢুকে আমার ভয়-ভয় করছে,' রবিনকে বলল মুসা।

'আমার মনে হচ্ছে কোনা থেকে এই বুঝি কিছু একটা ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর,' বলল রবিন।

'জলদি চলো। দেরি করলে কিশোর ভাইয়ের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে,' তাগিদ দিল ডন।

হল ধরে পা বাড়াল ওরা তিনজন। কোনা থেকে মাকড়সার ঝুল ঝুলছে। লম্বা হলের শেষ মাথার দরজাটা বন্ধ।

রবিন আঙুল ইশারা করল।

'কিশোর নিশ্চয়ই ওখানে আছে।'

'যদি না থাকে? উলফি যদি ওখানে আমাদের জন্যে ওত পেতে থাকে?' সভয়ে বলল মুসা।

গভীর শ্বাস টানল রবিন।

'দৌড় দেয়ার জন্যে তৈরি থেকো।'

একটু-একটু করে এগিয়ে চলল ওরা আঁধার হলওয়ে ধরে।

মাঝামাঝি পেরিয়েছে, এমনিসময় অন্ধকারাচ্ছন্ন এক দোরগোড়া

থেকে বেরিয়ে এসে মুসা আর রবিনের কাঁধ চেপে ধরল একজোড়া হাত।

পাঁচ

চিৎকার করতে যাচ্ছিল ডন, কিন্তু একটা হাত ওর মুখ চেপে ধরল।

'শশশ, ওরা শুনে ফেলবে,' সতর্ক করল একটি কণ্ঠ।

'কিশোর ভাই, তুমি এখানে? যা ভয় পেয়েছিলাম।'

'জিপার্স ম্যানর ইনে লুকিয়ে থাকা ঠিক না,' বলল নথি।

মুসা আর রবিনকে এক পাশে টেনে নিয়ে এল কিশোর।

'আমি লুকাইনি। চারধারে নজর রাখছিলাম। একটা জিনিস দেখেছি...ভীষণ অস্বাভাবিক।'

'খাইছে, উলফি কি মায়ানেকড়ে হয়ে গেছে নাকি?' মুসার প্রশ্ন।

মাথা নাড়ল কিশোর।

'আমি জো কিংবা উলফিকে এখনও দেখতে পাইনি। কিন্তু জুলি জিপার্সকে দেখেছি। কী যেন করছেন উনি। এসো আমার সাথে।'

'কেউ যদি কিছু বলে?' প্রশ্ন তুলল ডন।

'কেউ দেখবে না।' বন্ধ এক দরজার সামনে থেমে দাঁড়াল কিশোর।

দরজার তলা দিয়ে ধূসর কুয়াশা চুইয়ে বেরোচ্ছে। মুসার নাকে গন্ধটা কটন ক্যান্ডির মত লাগল।

'গন্ধটা চমৎকার,' বলল ও।

'দেখো,' বলে আস্তে করে ডোর নব ঘুরাল কিশোর। ওরা চারজন গাদাগাদি করে উঁকি দিল জুলি জিপার্সের ল্যাবোরেটরিতে। ভদ্রমহিলা ফ্যাটস, অর্থাৎ ফেডারেল অ্যারোনটিকস টেকনোলজি স্টেশনের

বিজ্ঞানী। ম্যানর ইনে ওঁর ল্যাবোরেটরি আছে জানত ছেলে-মেয়েরা, কিন্তু কখনও কাজ করতে দেখেনি।

লম্বা, কালো এক কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে জুলি জিপার্স। কাউন্টারটিতে টেস্টটিউব আর বিকার ঠাসা। কয়েকটা কাঁচের পাত্রে সবুজ তরল, দু'একটা থেকে বুদ্বুদ্ উঠছে, আর তিনটে থেকে বেরোচ্ছে ধোঁয়া। জুলির সেদিকে কোনও নজর নেই। একটা কাগজে বিজিবিজি করে কী যেন টুকছেন। এবার এক চামচ মাখনের মত সাদা জিনিস তুলে নিয়ে ধাতব এক পাত্রে রাখলেন।

'ভাল করে দেখো,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

জুলি একটা সুইচ টিপতেই ঘুরে গেল পাত্রটা। আস্তে, তারপর বনবন করে ঘুরতে লাগল ওটা। এক সময় অস্পষ্ট হয়ে গেল, এতটাই জোরে ঘুরছে।

'কী করছেন উনি?' প্রশ্ন করল ডন।

'কে জানে,' বলল রবিন। আস্তে করে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

'খাইছে, আমার মনে হয় উনি মায়ানেকড়ের প্রতিষেধক বানাচ্ছেন,' বলল মুসা।

'আবার শুরু হয়ে গেল,' বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর।

মুসা কিছু বলতে যাবে, এসময় টিক করে এক শব্দ হলো। শুনে মনে হলো কাঠের মেঝের উপর দিয়ে দানবীয় নখরসমৃদ্ধ থাবা এগিয়ে আসছে। এবং আসছে ঠিক ওদের উদ্দেশেই।

ছয়

আঁতকে উঠল ওরা।

'কী ব্যাপার? তোমরা?' প্রশ্ন করল জো। ওর পাশে উলফি।

'তোমাদের মুখ ফ্যাকাসে কেন?' জিজ্ঞেস করল উলফি।

মুসা লক্ষ করল উলফির পায়ে জুতো নেই। পা জোড়া ঘন কালো লোমে ছাওয়া। পায়ে লম্বা, লম্বা, ময়লা নখ।

'আমরা আসলে সায়েন্স প্রজেক্টের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলাম,' জানাল রবিন।

'আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি,' বলল জো।

চোখ ঘুরাল কিশোর।

'আমি জমা দেয়ার আগের রাতে করব।'

'খাইছে, এখনও কাজ শুরু করোনি?' মুসা প্রশ্ন করল। 'আমি তো দু'সপ্তা আগেই রিসার্চ শুরু করেছি। চাঁদের বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে কাজ করছি আমি।'

লম্বা নখ দিয়ে চিবুক চুলকাল উলফি।

'চাঁদের ব্যাপারে আমি অনেক কিছু জানি। রোজ রাতে চাঁদ স্টাডি করি আমি। তোমাকে হয়তো সাহায্য করতে পারব।'

'দারুণ হবে!' বলে উঠল জো। 'তোমার প্রজেক্টটা এখানে নিয়ে আসলে আমরা সবাই মিলে কাজ করতে পারি।'

'কিন্তু কিশোর তো এখনও কাজ শুরু করেনি,' বলল মুসা।

'আমরা ওকে আইডিয়া দিয়ে সাহায্য করতে পারি,' জানাল জো।

'ঠিক আছে!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

ডন চুপ করে আছে। ধূসর কুয়াশা চুইয়ে বেরোচ্ছে মিসেস জিপার্সের দরজার তলা দিয়ে। ওর দৃষ্টি সেদিকে।

'আমার কেমন জানি ভয়-ভয় লাগছে, কিশোর ভাই,' বলল ও।

সাত

মুসা আর রবিন রাস্তা ধরে হন্তদন্ত হয়ে এগোচ্ছে। মুসার হাতে চাঁদ বিষয়ের পোস্টার। রবিন মুখ তুলে জিপার্স ম্যানর ইনের দিকে চাইল। ডন ওদের সঙ্গে আসেনি। ওকে বাসায় রেখে এসেছে মুসা আর রবিন।

'কিশোরের আশা করি কোন ক্ষতি হবে না ওখানে,' বলল রবিন।

'খাইছে, ওর মোজার গন্ধ শুঁকলে যে কোনও মায়ানেকড়ে অসুস্থ হয়ে পড়বে। চিন্তার কোন কারণ নেই।'

হেসে ফেলল রবিন।

একটু পরে, ওরা এক ট্রাককে ডেডম্যান স্ট্রীট ধরে ধীর গতিতে এগোতে দেখল। নীল কালিতে ওটার এক পাশে "রকি বীচ এনিমেল কন্ট্রোল" লেখা। ম্যানর ইনের সামনে থমকে দাঁড়াল ট্রাকটা।

দুটো লোক লাফিয়ে নামল ট্রাক থেকে। একজনের হাতে একটা নেট। আরেকজনের হাতে ল্যাম্পের মত দেখতে এক লাঠি।

'গুড আফটারনুন, বয়েয। আমরা একটা বুনো জন্তুকে খুঁজছি। তোমরা দেখেছ-টেখেছ নাকি?' এক লোক চেঁচিয়ে জানতে চাইল।

ট্রাকের কাছে হেঁটে গেল মুসা আর রবিন।

'কী ধরনের জন্তু?' রবিনের প্রশ্ন।

নেট হাতে লোকটা দেঁতো হাসল।

'একজন রিপোর্ট করেছে। তার ধারণা, কাল রাতে এখানে নেকড়ে ডেকেছে, তোমরা বড়সড় কোনও নেকড়ে দেখেছ নাকি?'

'না তো,' ধীর গলায় বলল মুসা।

লাঠিওয়ালা মাথা ঝাঁকাল।

'জানি কিছুই পাব না। রকি বীচে নেকড়ে আসবে কোত্থেকে?' হেসে উঠল দু'জনেই।

এ সময় স্পুকি ম্যানর ইনের কোনা ঘুরে ছিটকে বেরিয়ে এল। লোক দুটোর কাছে এসে হড়কে থেমে গেল, পিঠ বাঁকিয়ে ফেলেছে। কান দুটো মাথার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে হিসিয়ে উঠল। এবার বারান্দায় লাফিয়ে উঠে এক জানালা গলে সুট করে সেঁধিয়ে পড়ল।

'বিড়ালটাকে নেকড়ে বাঘে তাড়া করল নাকি?' জালওয়ালা রসিকতার সুরে বলল।

অপর লোকটি ট্রাকে ছুঁড়ে ফেলল লাঠিটা।

'এখানে ওই পাগলা বিড়ালটা ছাড়া আর কিছু নেই।'

'তোমরা চিন্তা কোরো না,' ছেলেদের উদ্দেশে বলল জালওয়ালা। 'কেউ কমপ্লেইন করলেই আমরা চলে আসব। আশপাশে নেকড়ে থেকে থাকলে ধরা পড়বে!'

ট্রাকে উঠে সগর্জনে চলে গেল তারা।

পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল মুসা আর রবিন। এবার দু'জনেই ধীরে ধীরে ঘুরে চাইল জিপার্স ম্যানর ইনের দিকে।

আট

'আমাদের একটা কিছু করতে হবে,' রবিনকে বলল মুসা। জিপার্সদের ফ্রন্ট ওয়ক ধরে হাঁটছে ওরা। 'ওই লোক দুটো নেকড়ের কথা বলছিল। নেকড়েটা কে জানা আছে আমার।'

এসময় মাথার উপর থেকে হুঙ্কার ভেসে এলে লাফিয়ে উঠল ওরা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে উলফি। কটমট করে ওদের দিকে চেয়ে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, অথচ ওর গায়ে কোট নেই। এখনও খালি পা। শিউরে উঠল মুসা। পায়ে লোমের পরিমাণ আরও বেড়েছে উলফির।

'কী, কোন সমস্যা হয়েছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল উলফি।

'আমরা সায়েন্স প্রজেক্টটা নিয়ে আলাপ করছিলাম,' মিথ্যে বলল মুসা।

মৃদু হাসি ফুটল উলফির ঠোঁটে।

'আমি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি। আমার তর সইছে না। এসো আমার পেছন পেছন,' বলে দরজা দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

মুসা আর রবিন বারান্দায় উঠল।

'ভিতরে যেতে ইচ্ছে করছে না। উলফি যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের ওপর?' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'মায়ানেকড়েরা শুধু রাতের বেলা মানুষ খায়। পূর্ণিমার রাতে। আমাদের ভয়ের কারণ নেই।' পোস্টারটা তুলে ধরল মুসা। 'আমার পোস্টারেই বলছে কাল রাতে পূর্ণিমা।'

শেষমেশ জো-র বেডরুমে গিয়ে ঢুকল ওরা। কিশোর অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য।

জো-র বেডরুমের ভিতরে কালিগোলা অন্ধকার, যদিও বাইরে দিনের ঝকঝকে আলো। এর কারণ ছাদ আর দেয়ালগুলো কালো রঙ করা। চকচকে ধাতব এক টেবিল এক দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রাখা, আর ছাদ থেকে জড়াজড়ি করে নেমে এসেছে একগাদা বড়সড় তার। জো-র ঘরে বিছানা নেই। এক খটখটে কাঠের চৌকির উপর কালো ব্ল্যাঙ্কেট আর বালিশের স্তূপ।

ধাতব টেবিলটার দিকে আঙুল নির্দেশ করল কিশোর।

'জো-র প্রজেক্ট দেখলে চমকে যাবে,' বলল বন্ধুদেরকে।

তিনটে কাঁচের বাক্স দেখতে পেল ওরা। ভিতরে জাল বুনছে প্রকাণ্ড তিনটে লোমশ মাকড়সা।

'আলাদা জাতের মাকড়সার তৈরি জালের প্যাটার্ন স্টাডি করছি

আমি,' ব্যাখ্যা করল জো। মুসা পোস্টারটা জো-র প্রজেক্টের পাশে রেখে পিছিয়ে গেল।

'এরা কামড়াবে না তো?' প্রশ্ন করল রবিন।

মাকড়সাগুলোর দিকে চাইল জো।

'এলভিরা, উইনিফ্রেড আর মিনার্ভা কারও ক্ষতি করবে না।'

'এদের নামও রেখেছ নাকি?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

চোখ টিপল জো।

'বাহ, তোমরা হলে রাখতে না?'

'তোমরা অনেক এগিয়ে গেছ। আমার প্রজেক্টটা মনে হয় আর কমপ্লিট হবে না,' বলল কিশোর।

'তোমার অনেক আগেই শুরু করা উচিত ছিল,' জ্ঞান দিল নথি।

'তুমি আজকের রাতটা বরং থেকে যাও,' প্রস্তাব করল উলফি। 'তা হলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব। থাকার ঘরের কিন্তু কোনও সমস্যা নেই।'

মুসা শিউরে উঠল, রবিন ঢোক গিলল, কিন্তু কিশোর হেসে ফেলল।

'তবে তো কথাই নেই। আমার মাথায় চমৎকার এক আইডিয়া এসেছে। আমি জো-র মাকে বলব আমাকে সাহায্য করতে।'

জো মাথা নাড়ল।

'মার ওপর ভরসা কোরো না। মার এক্সপেরিমেন্ট অনেক সময়ই উল্টো ফল দেয়।'

'তা ছাড়া প্রজেক্টটা তোমার নিজের করা উচিত,' বলল রবিন।

'আমি তোমাকে হেল্প করব,' কথা দিল উলফি।

'আমরা সবাই সবাইকে হেল্প করব,' বলল জো। 'বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখি সবাই থাকতে পারবে কিনা।'

জো আর উলফি কামরা ত্যাগ করতেই কিশোরের বাহু চেপে ধরল মুসা।

'খাইছে, তুমি কি সত্যি সত্যি রাতে এখানে থাকবে নাকি?'

'শুধু আমি কেন, তোমরাও থাকবে।'

'আমার আপত্তি নেই,' জানাল রবিন।

'খাইছে, আমি, বাবা, একটা মায়ানেকড়ের সাথে রাতে থাকতে পারব না,' সাফ জানিয়ে দিল মুসা।

'উলফি মোটেই মায়ানেকড়ে নয়,' বলল কিশোর।

'তা হলে এনিমেল কন্ট্রোল এখানে নেকড়ে খুঁজছিল কেন?' প্রশ্ন করল মুসা। গোটা ঘটনা খুলে বলল কিশোরকে। 'এর পরেও এখানে থাকবে?'

'আজ রাতে উলফির ঘরেই থাকব আমি। প্রমাণ করে দেব, ও মায়ানেকড়ে নয়। স্রেফ ট্র্যানসিলভেনিয়া থেকে আসা এক টীন এজার, যার গায়ে প্রচুর লোম।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

নয়

রাতে বাসায় গিয়ে খেয়ে, অনুমতি নিয়ে আবারও জিপার্স ম্যানর ইনে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।

'আমি মনে মনে চাইছিলাম মা যাতে রাজি না হয়,' বলল মুসা।

কিশোর ভারী ডোর নকারটা তুলে মাথা ঝাঁকাল।

'তোমরা খামোকা ভয় পাচ্ছ। দেখবে এক্সাইটিং সময় কাটবে আমাদের,' বলল ও।

'বেঁচে থাকলেই হয়,' বলল মুসা।

এসময় প্রকাণ্ড কাঠের দরজাটা ককিয়ে উঠে খুলে গেল। জো ওদেরকে ভিতরে নিয়ে এল।

অনেক রাত অবধি জেগে প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করল ওরা। জো সযত্নে মাকড়সা তিনটের বোনা জালের ছবি আঁকল। উলফি মুসা আর রবিনকে চাঁদের বিভিন্ন অবস্থার বিবরণ সহ এক ক্যালেণ্ডার বানাতে সাহায্য করল।

'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে,' কিশোরের উদ্দেশে বলল উলফি। হলদে শ্বদন্ত বের করে হাসল।

'কী?' সোৎসাহে প্রশ্ন করল কিশোর।

মাথাটাকে পিছনে ঝাঁকিয়ে সগর্জন হাসি হাসল উলফি।

'আমার কাছে মুরগির কিছু হাড় আছে। তুমি সেগুলোকে জোড়া দিয়ে মুরগির কঙ্কাল বানাতে পারো,' বলল ও।

'কোথায় পেয়েছ হাড়গুলো?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

মৃদু হেসে ঠোঁট চাটল উলফি।

'জোগাড় করেছি। কিশোর ইচ্ছা করলে হাড়গুলোতে লেবেল লাগিয়ে এমনকী একটা পোস্টারও বানাতে পারে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখানোর জন্যে।'

'তুমি আমাকে হেল্প করবে?' কিশোর প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই। এখুনি শুরু করব আমরা,' বলল উলফি।

তড়িঘড়ি ঘর ছাড়ল ও, কিন্তু একটু পরেই কাঁচের এক পাত্র নিয়ে ফিরল। পাত্র ভর্তি হাড়। মেঝেতে ঢেলে দিল ওগুলো। কিশোরকে যখন হাড়গুলো আলাদা করতে সাহায্য করছে তখন উলফির পেট ডেকে উঠল।

কিশোর আর উলফি অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করল। শেষমেশ হাই তুলল কিশোর।

'ভীষণ ঘুম পাচ্ছে,' বলল ও।

উলফি কিন্তু এতটুকু ক্লান্ত হয়নি। চৌকিতে উঠে জো আর কিশোর শুয়ে পড়লেও টুঁ শব্দটা করল না উলফি।

পাশের কামরায় লোহার খাটে শুয়েছে মুসা আর রবিন। কিন্তু

চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই ওদের। প্রথমে মনে হলো, চিলেকোঠায় বুঝি শিকলের ঝনঝন শব্দ হলো। তারপর সজোরে দরজা লাগানোর মত শব্দ উঠল। জিপার্সদের উঠনে মরা গাছের ডাল-পালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে চাবুক হেনে বয়ে যাচ্ছে বাতাস।

কানে বালিশ চাপা দিল মুসা, কিন্তু তাতে লাভ হলো না। বাতাসের গতি জোরাল হয়েছে। ওর মনে হলো বাতাসের পাশাপাশি আরেকটা কী যেন শব্দ শুনেছে।

'আহহহ–ইউউউউ।'

'শুনলে?' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'বাতাসের শব্দ,' রবিন জবাব দিলেও অতটা নিশ্চিত হতে পারল না।

'আহহহ-ইউউউউ!'

উঠে বসল মুসা।

'আবার,' বলল ফিসফিস করে।

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'আমিও শুনেছি।'

'আহহহ-ইউউউউ। আহহহ-ইউউউউ। আহহ-ইউউউউ।'

রবিনের হাত চেপে ধরল মুসা।

'খাইছে, বাইরে কীসে যেন গর্জাচ্ছে।'

'চলো দেখা যাক,' বলে এক লাফে বিছানা থেকে নেমে পড়ল নথি। উঁকি দিল জানালা দিয়ে। মাঝরাত প্রায়, কিন্তু জিপার্সদের পিছনের উঠনে চাঁদের আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

'খাইছে, পুরানো শেডটার ওপরে তাকাও,' হিসিয়ে উঠল মুসা।

সভয়ে ঢোক গিলল রবিন। প্রকাণ্ড এক জানোয়ার শেডের ছাদে দাঁড়িয়ে। কুকুরের চাইতেও আকারে বড়। জানোয়ারটা চাঁদের দিকে মাথা তুলে বিষাদকাতর গর্জন ছাড়ল।

'ভয়ানক বিপদে পড়ে গেছি আমরা। ওটা একটা মায়ানেকড়ে।

পূর্ণিমার চাঁদের দিকে চেয়ে ডাকছে,' গলা খাদে নামিয়ে বলল রবিন।

'এটা পূর্ণিমার চাঁদ নয়। পূর্ণিমা কাল। সেজন্যেই বোধহয় গর্জাচ্ছে। ও পূর্ণিমার চাঁদ চায়,' জানাল মুসা।

'চলো, গিয়ে দেখি কিশোরের কী অবস্থা,' বলল রবিন।

ওরা গায়ে ভাল করে ব্ল্যাঙ্কেট জড়িয়ে, পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। হলওয়ে ধরে জো-র কামরার উদ্দেশে চলেছে। রবিন ডোর নবে আলতো মোচড় দিতেই ধীরে-ধীরে খুলে গেল দরজা। মুসা সুইচ টিপে দিতে আলোকিত হয়ে গেল গোটা ঘর।

কাঠের চৌকিতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে জো আর কিশোর। আলো জ্বলে উঠলে কিশোর উঠে বসে চোখ পিটপিট করতে লাগল।

'কী ব্যাপার? তোমরা?' চোখ ঘষে জিজ্ঞেস করল। 'কোনও সমস্যা?'

'আমরা একটা শব্দ শুনে তোমার জন্যে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি,' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমরা সবাই মরার মত ঘুমোচ্ছি', জানাল কিশোর।

'তাই বুঝি? তা হলে উলফি কোথায়?' প্রশ্ন করল রবিন।

তিন গোয়েন্দা ঘরের চারধারে নজর বুলাল। জো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু উলফির ছায়াও দেখা গেল না।

ঠিক এসময় অন্ধকার এক ছায়া পড়ল কামরায়। ধীরে-ধীরে ঘুরে চাইল মুসা আর রবিন।

উলফি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। তাকে অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে।

দশ

পরদিন সকালে, জুলি জিপার্স বড় টেবিলটায় একটা ট্রে রাখলেন। রক্তাক্ত মাংসের স্তূপের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।

'উমম, আমার প্রিয় নাস্তা,' বলে উঠল উলফি। বড় এক টুকরো মাংস কাঁটাচামচে গেঁথে তুলে নিল নিজের পাতে।

কিশোর চাইল উলফির দিকে।

'কাল রাতের জন্যে এখনও রেগে আছ নাকি? তুমি কিন্তু আমাকে হেল্প করবে বলেছিলে।'

উলফি মাংসে কামড় বসাল।

'না, রেগে নেই। কিন্তু তোমাদের ঘর থেকে বেরনো ঠিক হয়নি। আমি খালা-খালুকে কথা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে সকাল-সকাল শুতে পাঠাব।'

'আমরা দুঃখিত,' ঢোক গিলে বলল নথি।

'কিন্তু তুমিও তো বিছানায় ছিলে না,' সরাসরি উলফির চোখে চোখে চেয়ে বলল মুসা। 'কোথায় গেছিলে?'

লম্বা নখ দিয়ে দাঁত খুঁটল উলফি।

'খুব খিদে পেয়েছিল বলে খেতে গেছিলাম।'.

'তারমানে শব্দটা তুমিও শুনেছ,' বলল রবিন।

'কীসের শব্দ?' জো-র জিজ্ঞাসা।

'ওদের ধারণা, ওরা গর্জন শুনেছে,' হেসে বলল কিশোর।

জো আর উলফি হাসল না। চোখ নামাল প্লেটে।

'তুমি আমাকে প্রজেক্টের কাজে সাহায্য করবে তো?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল উলফি।

'করব।'

তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে হাসলেন মি. জিপার্স।

'তোমাদের খিদে পায়নি? ডিম খাবে?'

কিশোর হাসল।

'ডিমে আপত্তি নেই আমাদের।'

হলদে কুসুম ভরা একটা পাত্র কিশোরের উদ্দেশে বাড়িয়ে ধরলেন ভদ্রলোক।

'নাও। স্ক্র্যাম্বল্‌ড্ এগ করেছি র‍্যাটল সাপের ডিম দিয়ে।'

ঢোক গিলল রবিন। মুসার মুখের চেহারা ফ্যাকাসে।

'আমার আসলে তেমন খিদে পায়নি,' জানাল কিশোর।

'আমাদের বাড়ি যেতে হবে,' বলল নথি।

'কিন্তু তোমরা তো কিছুই খেলে না। সকালের নাস্তাটা সারাদিনের মধ্যে সবচাইতে ইম্পর্ট্যান্ট,' বলল জো।

তিন গোয়েন্দা কাঁচা মাংস আর র‍্যাটল সাপের ডিমের দিকে এক ঝলক চাউনি বুলাল।

'আমরা একটু পরে খাব,' জানাল মুসা। 'আমাদের এখন বাড়ি ফেরা দরকার। রাতে থাকতে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

'আমরা পরে এসে সায়েন্স প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করব,' জানাল কিশোর।

'লাঞ্চের পরে,' বলে রক্তমাখা মাংসের দিকে শেষবারের মত চাইল নথি।

তিন গোয়েন্দা বাইরে বেরিয়ে এল।

'আর কোনও সন্দেহ নেই, উলফি মায়ানেকড়ে,' বন্ধুদের উদ্দেশে

বলল মুসা।

'আমি বিশ্বাস করি না,' জোর গলায় বলল কিশোর। 'ও আমাদেরকে সাহায্য করছে। ও ভাল ছেলে।'

সায় জানাল রবিন।

'কিশোর ঠিকই বলেছে। ও তোমাকে হেল্প করেছে।'

শ্রাগ করল মুসা।

'তার কারণ ও মায়ানেকড়ে। চাঁদ আর হাড় সম্পর্কে ভাল জানে।'

'ও যা-ই হোক না কেন আমি চাই ও রকি বীচে থাকুক। ও তো কারও কোনও ক্ষতি করছে না,' বলল কিশোর।

'হ্যাঁ, উলফি আমাদের বন্ধু,' যোগ করল রবিন।

'কিন্তু লোকজন তো কমপ্লেইন করছে। ও যদি এভাবে নেকড়ের ডাক ডাকতেই থাকে তা হলে যে কোন দিন এনিমেল কন্ট্রোলের হাতে ধরা পড়ে যাবে,' বলল মুসা।

'ওর গায়ে এত লোম যে লোকে ওকে মায়ানেকড়ে মনে করে বসতে পারে। ওকে আমাদের সাহায্য করতে হবে। জো-ও নিশ্চয়ই একাজে সাহায্য করবে,' বলল কিশোর।

'কী করবে ভাবছ?' প্রশ্ন করল মুসা।

'যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে,' বলল রবিন।

'নো চিন্তা,' বলল কিশোর। 'আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।'

এগারো

'এতে কাজ হবে মনে হয়?' মুসার প্রশ্ন।

'নিশ্চয়ই,' বলল কিশোর। সাঁঝ লেগে এসেছে। ম্যানর ইনের সামনে অপেক্ষা করছে তিন বন্ধু।

ঠাণ্ডা বাতাসে শিউরে উঠল রবিন।

'হলেই ভাল,' বলল।

শূন্যে একটা তুষারের গোলা ছুঁড়ল মুসা।

'আমরা স্নোবল ফাইটের ভান করব, মনে আছে তো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঝুঁকে পড়ল রবিন, তুষারের গোলা বানাতে। ঠিক এমনি সময়, ম্যানর ইনের পিছনের দরজা দড়াম করে লেগে গেল। ভারী পদশব্দ এগিয়ে আসছে ওদের উদ্দেশে। কে? পরক্ষণে ইনের কোনা থেকে উঁকি দিল পরিচিত এক মুখ। জো হাসল বন্ধুদের উদ্দেশে।

'তোমরা রেডি?' প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ,' জানাল কিশোর।

'উলফি আশপাশে নেই তো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

মাথা নাড়ল জো।

'ও বেসমেন্টে বসে গরুর মাথার রোস্ট খাচ্ছে। আমি দরজা আটকে দিয়েছি। এতে কাজ হবে তো?'

'নিশ্চয়ই হবে। এর ওপর উলফির জীবন নির্ভর করছে,' বলল কিশোর।

'তা হলে আমি রেডি হইগে,' বলল জো। জিপার্স ম্যানরের পিছনে উধাও হয়ে গেল ও। এ সময় ইনের সামনে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক

কষে দাঁড়াল এনিমেল কন্ট্রোলের বিশাল সাদা ট্রাক। সাদা পোশাকধারী দুই লোক লাফিয়ে নামল। একজনের হাতে জাল, অপরজনের হাতে রাইফেল।

'খাইছে, ওরা কি উলফিকে মেরে ফেলবে নাকি?' আঁতকে উঠে বলল মুসা।

ওর বাহু চাপড়ে দিল রবিন।

'ভয় পেয়ো না। ওটা ট্র্যাংকুইলাইযার গান। জন্তু-জানোয়ারদের ঘুম পাড়ায়।'

জালওয়ালা ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ল।

'কাল রাতে আরও অনেকে নেকড়ের গর্জন শুনেছে,' বলল। 'পনেরোটা কল গেছে এনিমেল কন্ট্রোলে।'

'ওটাকে পেলে কী করবেন?' কিশোর জানতে চাইল।

জালওয়ালা শ্রাগ করল।

'সব সময় যা করি। খাঁচায় ভরে রাখব। পরে সুবিধামত কোন চিড়িয়াখানায় চালান করে দেব।'

'খুব যদি হিংস্র না হয় তবেই,' অপরজন বলল।

'হলে?' রবিনের প্রশ্ন।

শ্রাগ করল লোকটা।

'সেটা বলতে চাই না। বড় কোন বুনো জানোয়ার যখন লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায় তখন হিংস্র হয়ে ওঠে। ওদেরকে অবাধে চলাফেরা করতে দেয়া যায় না।'

'তোমরা কোন বুনো জন্তু-টন্তুর চিহ্ন দেখেছ নাকি?' প্রথমজন জিজ্ঞেস করল।

'টুলশেডে হয়তো দেখেছি,' বলল কিশোর।

শেডের উদ্দেশে ছুটে গেল লোক দুটো। ওখানে গিয়ে তাজ্জব হয়ে গেল ওরা। বালতি বালতি ধুলো আর ঝুল ঝরে পড়ল ওদের মাথায়। এলভিরা, উইনিফ্রেড আর মিনার্ভার তৈরি চটচটে জালে

জড়িয়ে গেল ওরা।

'বাঁচাও! আমাদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করো!'

তিন গোয়েন্দা ছুটে গেল ওদের কাছে।

'এখানে কী হচ্ছে বলো তো?' মাথা থেকে ঝুল মুছে বলে উঠল একজন।

'তেমন কিছু না,' বলল মুসা। 'এই একটু ছেলেমানুষী আর কী। আপনাদের ভোগান্তির জন্যে আমরা দুঃখিত। তবে আমরা একটা চুক্তিতে আসতে পারি। আমরা যদি কথা দিই নেকড়ে আর ডাকবে না, তা হলে আপনাদেরকে কথা দিতে হবে ম্যানর ইনে আর আসবেন না।'

জালওয়ালা তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার ছেড়ে, চুল থেকে প্রকাণ্ড এক লোমশ, কালো মাকড়সা টেনে তুলল।

'আমরা আর কখনও এখানে আসতে চাই না। তোমাদের শর্তে আমরা রাজি।' দু'জনেই ভোঁ দৌড় দিল ব্যাকইয়ার্ড ছেড়ে। একটু পরে, কিঁইইচ শব্দে রওনা দিল ওদের ট্রাক।

ওরা চলে যেতেই জো এসে হাজির। জো-র পিঠ চাপড়ে দিল কিশোর। জো ঝুঁকে পড়ে মিনার্ভাকে তুলে নিল।

'লক্ষ্মী মেয়ে,' বলল মাকড়সাটাকে।

'এখন আমাদের কাজ হচ্ছে উলফির ডাক থামানো,' বলল মুসা।

'সেজন্যে চিন্তা কোরো না। ও কালকে দেশে চলে যাচ্ছে। যাই, মিনার্ভাকে বাক্সে রেখে দিই, নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।' ম্যানর ইনের উদ্দেশে হাঁটা দিল জো।

'খাইছে, কী একখান রাত!' বলে উঠল মুসা।

'উলফিকে আমি মিস করব,' বলল কিশোর। 'ও ভাল মানুষ।'

'বলো ভাল মায়ানেকড়ে,' শুধরে দিল রবিন।

'আচ্ছা, কিশোর, উলফির ঘটনাটা কী? ও কি সত্যিই মায়ানেকড়ে?' প্রশ্ন করল মুসা।

'আমার মনে হয় ও মানুষ মায়ানেকড়েতে রূপান্তর হয় কিনা সে নিয়ে গবেষণা করছে,' বলল কিশোর। 'অনেক হয়েছে, চলো, এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

***

এ-মাসের তিন গোয়েন্দা

কিশোর–মোস্তফা মুজাহিদ আল হুসাইন
রেজিয়া মঞ্জিল, ৪৩৫-ই, সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম।

মুসা–এস. এম. তানযীম আবদাল (রাহাত)
C/o মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, থানা রোড, পুরাতন ভাঙাবাড়ি,
হিরো মোড়, সয়াগোবিন্দ স্কুলের দক্ষিণ পার্শ্বে, সিরাজগঞ্জ।

রবিন–মোঃ সিদরাতুল মনতাহা
C/o মোঃ মিজানুর রহমান (টফি), উকিল পাড়া, প্রেস ক্লাব সংলগ্ন,
জেলা+পোস্ট+থানা: নওগাঁ।

জিনা–তানজিন নুসরাত তামান্না
৭, শাহ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা।

ডানা–রাজিয়া সুলতানা
১৯/৪ নূর মঞ্জিল, সিঙ্গাপুর রোড, মাদারটেক, ঢাকা,
পোস্ট কোড: ১২১৪।

ফারিহা–উম্মে সালমা
বাড়ি নং ৬৮১ তিনতলা, পোস্ট: রামপুর, থানা: হালিশহর
জেলা চট্টগ্রাম।